দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 11 MAY 2010
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ২

রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণাকে স্বাগত

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৪৯তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিয়াছেন। ভারতের পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত শান্তি নিকেতনের আদলে প্রধানত কুষ্টিয়ার শিলাইদহে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি নির্মিত হইবে। ইহার একটি শাখা থাকিবে সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে। শিলাইদহ ও শাহজাদপুর রবীন্দ্রনাথের বহুল স্মৃতি বিজড়িত স্থান। এই দুই স্থানে অবস্থানকালে কবির উল্লেখযোগ্য ও অমর সাহিত্য রচিত হইয়াছে। কলকাতার জোড়াসাঁকো এবং বর্ধমানের শান্তি নিকেতন ও শ্রীনিকেতনের পরই এই দুইটি স্থানের নাম ইতিহাসের পাতায় জাজ্বল্যমান। সেই দৃষ্টিতে বাংলাদেশে রবীন্দ্র চর্চায় এবং রবীন্দ্র চিন্তা-চেতনা ও জীবনাদর্শ সম্প্রসারণে এই বিশ্ববিদ্যালয় পালন করিতে পারে অগ্রণী ভূমিকা।

বাংলাদেশে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও আজীবন লালন করিয়া গিয়াছেন। ১৯৭২ সালের এক বক্তৃতায় তিনি একথা উচ্চারণ করিয়াছিলেন দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে। একথা অনস্বীকার্য যে, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হইতেছেন আমাদের বাংলা সাহিত্যের প্রাণপুরুষ ও মহীরুহ স্বরূপ। সেই মহীরুহের বিস্তৃতি যে বাংলাদেশেও ঘটিয়াছিল, উহা আমাদের জন্য বিশেষ শ্লাঘার বিষয়। শিলাইদহ ও শাহজাদপুরের কাছারিবাড়ির পাশাপাশি খুলনার দক্ষিণডিহি ও নওগাঁর পতিসর কবির স্মৃতিধন্য হইয়াছে। এই রাজধানী ঢাকা শহরেও তিনি দুই দুইবার (১৮৯৮ ও ১৯২৬) পদধুলি দিয়াছেন। কিন্তু বর্তমান বাংলাদেশের কয়েক স্থানে অবস্থান কিংবা ভ্রমণই বড় কথা নহে। সাহিত্য বোদ্ধাদের মতে, রবীন্দ্র সাহিত্যের মূল ভিত্তিভূমিই হইতেছে বাংলাদেশ। কলকাতার জোড়াসাঁকো পরিবারে জন্মগ্রহণ করিলেও তৎকালীন পূর্ববঙ্গ ও আজকের বাংলাদেশ ও তাহার পল্লী প্রকৃতিই রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে বিশ্বমানবতা ও সৌন্দর্যের বীজ বপন করিয়াছে। বুদ্ধদেব বসুর ন্যায় বিদগ্ধ সাহিত্য সমালোচক তাই যথার্থই বলিয়াছেন, 'ছিন্নপত্রে আছে একটি ব্যাপ্ত সত্তা, যার নাম বাংলাদেশ ছাড়া কিছুই দিতে পারি না'। শুধু 'ছিন্নপত্র' নহে, রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ ফসল সোনারতরী, ক্ষণিকা ও গল্পগুচ্ছের প্রতীতিভূমিও এই বাংলাদেশ। এই বাংলাদেশের সংস্পর্শে আসিয়া বলা যায় রবীন্দ্রনাথের পুনর্জন্ম হইয়াছে। অনুরূপভাবে পশ্চিমবঙ্গের চুরুলিয়ায় জন্মগ্রহণ করিয়াও এই শ্যামল বাংলাদেশই জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছে বারংবার। ইহা নজরুলের বিচিত্র মানস গঠনেও যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে।

ইতিমধ্যে বাংলাদেশে কাজী নজরুল ইসলামের নামে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তিনি আমাদের জাতীয় জীবনে নানাভাবে মিশিয়া গিয়াছেন অবিকৃতভাবে। তবে আমাদের হৃদয়, সৃজন ও মনন জগতে রবীন্দ্রনাথের মানবিকতা, আত্মনিবেদন, দেশপ্রেম, প্রাচ্য জীবন দর্শনের আলোকছটা প্রভৃতিও সমানভাবে উজ্জ্বলতর। কিন্তু ভবিষ্যৎ আলোকিত প্রজন্মের স্বার্থে বাস্তবে ও কার্যক্ষেত্রে তাঁহাকে যথার্থরূপে মূল্যায়ন করিতে না পারিলে আমাদের পূর্বপুরুষদের আন্তরিকতা ও উদারতা লইয়া নূতন করিয়া প্রশ্ন দেখা দিবে। আমরা মনে করি, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যানয়টি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয় হইলেই বরং নবপ্রজন্ম উপকৃত হইবে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা ও উজ্জীবনের অন্যতম উৎস হিসাবে কাজ করিয়াছে। তাহার 'আমার সোনার বাংলা তোমায় ভালবাসি', 'ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা' প্রভৃতি গান ও কবিতারাজি দেশের জন্য হাসিমুখে জীবন উৎসর্গে উৎসাহ দিয়াছে। তিনি আমাদের ভাষাকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, যাহার জন্য আমরাও গর্বিত। আমরা ভাষার জন্য রক্ত দিয়াছি, আর তিনি দিয়াছেন ভাষা সমৃদ্ধির রসদ। তিনি লিখিয়াছেন, 'মোর পরিচয় এই বলে খ্যাত হোক, আমি তোমাদেরই লোক'। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আসলে আমাদেরই লোক। তাঁহার নামে বিশ্ববিদ্যালয়টি যেদিন প্রতিষ্ঠিত হইবে, সেদিন ষাট দশকের রবীন্দ্র বিরোধিতার কলঙ্কও মোচিত হইবে।